

শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক
শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন
মূল্যায়ন

একীভূত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	২
খ) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	২
গ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	৩
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	৩
পরিশিষ্ট ১	৪
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)	৪
পরিশিষ্ট ২	৬
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট	৬
পরিশিষ্ট ৩	১৬
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	১৬
পরিশিষ্ট ৪	১৯
ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	১৯

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

- ১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।
- ২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।
- ৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।
- ৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও যান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরু হই মাস পর একটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

খ) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৬.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলায় উদ্যোগী হওয়া।	৬.১.১	নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে (প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে চর্চা করছে)
	৬.১.২	রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাসচর্চা করছে	রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস মেনে চলার উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস চর্চা করছে
৬.২ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৬.২.১	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করছে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করছে।
	৬.২.২	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ আছে এবং সহায়তা চাইছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে করছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করছে।
৬.৩ নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	৬.৩.১	অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অনিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের প্রকাশ করছে।

৬.৪ নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা।	৬.৪.১	নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নেয়া নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
৬.৫ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধাবন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।	৬.৫.১	নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।
	৬.৫.২	অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।
৬.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবা সহায়তা নিতে পারা।	৬.৬.১	পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।
	৬.৬.২	পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে পারছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো তুলে ধরতে পারছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় সহায়তা চাইতে পারছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

ষষ্ঠ শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, শিক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার সূচকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক					
অভিজ্ঞতা নং : ৬.১ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : সুস্থ থাকি, আনন্দে থাকি, নিরাপদ থাকি		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন	
	□	○	△		
৬.১.১ নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে (প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে চর্চা করছে)	<ul style="list-style-type: none"> এই অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন: স্বাস্থ্যমেলায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন, 'স্বাস্থ্য মেলায় যা শিখলাম' ছকের তথ্য, 'আমার স্বাস্থ্যে আমার দৈনন্দিন কাজের প্রভাব: ফিরে দেখি' ছক এবং 'আমার নতুন স্বাস্থ্য বৃক্ষ' ও 'আমার নতুন দিনলিপি' প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন। এক সপ্তাহ পরপর শিক্ষার্থীরা যে খেলায় অংশগ্রহণ করবে তা পর্যবেক্ষণ বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন ছক <ul style="list-style-type: none"> ছক ২: স্বাস্থ্য মেলায় আমার দলের কাজ ছক ৩: আমার সুস্বাস্থ্য চর্চা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা সম্পর্কিত কাজের রেকর্ড 	
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে					
	<p>খাদ্য ও পুষ্টি -প্রতিদিনের খাবারে শাক-সজি, ডাল/মাছ/মাংস, পর্যাপ্ত পানি খাওয়ার নির্দেশনা অনুসরণ করছে</p> <p>খেলাধুলা ও শরীর চর্চা - বিভিন্ন খেলাধুলা ও শরীর চর্চার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।</p> <p>মনের যত্ন - বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।</p>	<p>খাদ্য ও পুষ্টি - বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করছে শাক-সজি, ডাল/মাছ/মাংস, পর্যাপ্ত পানি সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করছে/অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, খাদ্যমান ঠিক আছে এমন খাদ্য নির্বাচনে আগ্রহ দেখাচ্ছে।</p> <p>খেলাধুলা ও শরীর চর্চা - নিজের পছন্দমত খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় অনিয়মিত অংশগ্রহণ করছে।</p> <p>মনের যত্ন - বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করছে।</p>	<p>খাদ্য ও পুষ্টি - বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে প্রতিদিনের খাবারে নিজ উদ্যোগে শাক- সজি, ডাল/মাছ/মাংস, পর্যাপ্ত পানি খাচ্ছে, খাদ্যমান ঠিক আছে এমন খাদ্য নির্বাচন করছে।</p> <p>খেলাধুলা ও শরীর চর্চা - নিজ উদ্যোগে খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ</p> <p>মনের যত্ন - নিজের পছন্দমত বিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে</p>		
৬.১.২ রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাসচর্চা করছে	রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস মেনে চলার উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস চর্চা করছে	এই অংশটির জন্য উপরে (PI-6.1.2) এর একই কার্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ওখান থেকে পর্যবেক্ষণ ও পারদর্শিতার মাত্রা পরিমাপক আচরণ মিলিয়ে মূল্যায়ন করবেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন পানি ও অন্যান্য খাবার খাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট অঅচরণ ও অভিভাবক সভায় বা অন্যান্য সময়ে অভিভাবক এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য	
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে					
	<p>খাদ্য - নির্দেশনা অনুসরণ করে খাবার আগে হাত ধুয়ে খাচ্ছে/ বিশুদ্ধ পানি পান করছে/কাঁচা ফল বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে/ পঁচা, বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে</p>	<p>বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে নিজে থেকেই খাবার আগে হাত ধুয়ে খাওয়া/ নিরাপদ পানি পান করা/কাঁচা ফল বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়া/ পঁচা, বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে</p>	<p>বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে খাবার আগে নিয়মিত হাত ধুয়ে খাচ্ছে/ সব সময় নিরাপদ পানি পান করছে/কাঁচা ফল সব সময় বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে/ পঁচা,</p>		

<p>বিরত থাকছে/জাঙ্কফুড, কৃত্রিম রং যুক্ত খাবার পরিহার করছে।</p> <p>বাতাস দূষণ: হাঁচি কাশির সময় কনুই বা রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করার নির্দেশনা মানছে।</p> <p>ঘুম ও বিশ্রাম: পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম/ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ও রাত না জাগার নির্দেশনা মানছে।</p>	<p>বিরত থাকা /জাঙ্কফুড পরিহার করার অনিয়মিত উদ্যোগ নিচ্ছে।</p> <p>বাতাস দূষণ: হাঁচি কাশির সময় কনুই বা রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করছে তবে তা নিয়মিত নয়।</p> <p>ঘুম ও বিশ্রাম: পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিচ্ছে /ভোরে ঘুম থেকে ওঠছে/ রাত জাগছে না।</p>	<p>বাসি, খোলা খাবার না খাচ্ছে না/জাঙ্কফুড খাচ্ছে না।</p> <p>বাতাস দূষণ: হাঁচি কাশির সময় নিয়মিত কনুই বা রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করছে।</p> <p>ঘুম ও বিশ্রাম: নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমাচ্ছে/ নিয়মিত বিশ্রাম নিচ্ছে/নিয়মিত ভোরে ঘুম থেকে ওঠছে/ রাতে ঠিকমত সময়ে ঘুমাচ্ছে।</p>	
--	--	---	--

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬.২ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : আমার কৈশোরের যত্ন		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করছে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে।	শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত (সেশন ৩, পৃ ৬৮) কার্টুন/ভিডিও/লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা ও নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা; 'কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমার ধারণা: ফিরে দেখি' (পৃ ৫১) ছকে ধারণার প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিশোধন; 'কৈশোরের যত্নে আমার পরিকল্পনা' ছকে নিজের পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকর চর্চার জন্য ব্যক্তিগত কাজ সংযোজন
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	নিজের শরীর, মনের ও আচরণের পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করছে/ বন্ধু ও সমবয়সীদেরকে তথ্য জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজের শরীর, মন ও আচরণের পরিবর্তন বিষয়ক প্রশ্ন করছে/ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য অনুসন্ধান করছে ও প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইছে/ সঠিক তথ্য ব্যবহার করে নিজে চর্চার উদ্যোগ নিচ্ছে।	নিজের পরিবর্তনগুলো নিয়ে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা বোধ করছে না/ নিজে সঠিক তথ্য ব্যবহার করছে/ সহজভাবে প্রশ্ন করছে ও সাহায্য চাইছে বিব্রতবোধ করছে না/ দৈনন্দিন কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> ● বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন ছক <ul style="list-style-type: none"> ○ ছক ১: 'আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ' ছকের মূল্যায়ন ○ ছক ২: 'আমার বয়ঃসন্ধিকালীন সুস্বাস্থ্য চর্চা' ছকের মূল্যায়ন
৬.২.২ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ আছে এবং সহায়তা চাইছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে করছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করছে।	<ul style="list-style-type: none"> ● নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ডায়েরিতে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের রেকর্ড
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	*ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনার উপায়গুলো চর্চার উদ্যোগ নিচ্ছে। (নিয়মিত গোসল করা, স্বাভাবিক ও সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ	*ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ও ব্যবস্থাপনার উপায়গুলো অনেকাংশে চর্চা করছে। *শরীর, মন বা আচরণ বিষয়ক কোনো সমস্যাবোধ করলে তা	*ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে পালন করা *শরীর, মন বা আচরণ বিষয়ক কোনো সমস্যাবোধ করলে নিজে তা সমাধানের চেষ্টা করছে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইছে	

	<p>অব্যাহত রাখা মাসিকের সময় পরিষ্কার কাপড়/প্যাড ব্যবহার করা ও নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা,)</p> <p>* শরীর, মন বা আচরণ বিষয়ক কোনো সমস্যাবোধ করলে তা নিয়ে আলোচনা করছে।</p>	<p>সমাধানের জন্য পরামর্শ/সহযোগিতা চাইছে, লুকিয়ে রাখছে না ও বিব্রতবোধ করছে না।</p>	<p>যেমন মাসিকের সময় পেট ব্যাথা হলে গরম সেক নেওয়া, ঘন ঘন মনখারাপ বা রাগ হলে মন ভালো রাখার জন্য কৌশল ব্যবহার করা, অন্যদের সাথে অপ্রত্যাশিত আচরণ করে ফেললে বিশ্বস্ত কারও পরামর্শ নেওয়া</p>	
--	--	--	--	--

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬.৩ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চলো বন্ধু হই		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৩.১ অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অনিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের প্রকাশ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> ‘আমার সহমর্মী আচরণ’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬০) ছক; ‘কে কে আমার বন্ধু হতে পারে?’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬০) ছক; শিক্ষক সহায়িকা: সেশন ৮, পৃ ৯৪ এ উল্লেখিত দলগত (ভূমিকাভিনয়) কাজে যুক্তি উপস্থাপন; ‘আমি প্রকৃতির বন্ধু’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬৪) ছক; বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন ছক <ul style="list-style-type: none"> ছক ১: ‘আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ’ ছকের মূল্যায়ন ছক ২: ‘আমার সহমর্মিতা চর্চা’ র পরিকল্পনা ও ব্যক্তি ডায়েরিতে তার রেকর্ড
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	অন্যের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশের নির্দেশনা অনুসরণ করছে / অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে/ নির্দেশনা অনুসরণ করে অন্যদের সহযোগিতা করছে/ অন্যের অনুভূতি, মতামত ও চাহিদাকে সম্মান করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজেই অন্যকে সহযোগিতা করছে/ অন্যের অনুভূতি, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে আচরণ করছে/ অন্যের অনুভূতি ও চাহিদাকে গুরুত্ব অনুধাবন করছে/ নিজের সামর্থ্য বুঝে অন্যের পাশে থাকছে।	অন্যের অনুভূতি, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে সহযোগিতামূলক আচরণ করছে/ অন্যের চাহিদা ও মতামতকে সম্মান করছে, দোষারোপ ও বিদ্রূপ না করছে না।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক					
অভিজ্ঞতা নং : ৬.৪ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চলো নিজেকে আবিষ্কার করি		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন	
	□	○	△		
৬.৪.১ নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নেয়া নিজের সিদ্ধান্তের কারন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> • 'শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য' ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৭৭) • 'আমি' ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৭৯) • নিজের গুণ কাজে লাগানোর ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৮০) 	
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে					
	নির্দেশনা মেনে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে কী চিন্তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে/করছে তা খুঁজে বের করতে বলতে পারছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভবনা উল্লেখ করতে পারছে এবং তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাব্য উপায়গুলো নিয়ে সহপাঠী, শিক্ষক ও পরিবারে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভবনা রয়েছে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে/ নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়ে নেতিবাচক ও হতাশ মনোভাব পোষন করছে না/ যা তার সামর্থ্য এর মধ্যে নেই তা বুঝতে পারছে।		

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬.৫ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৫.১ নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> শিক্ষক সহায়িকার পৃ ১৩৫ (সেশন ৩) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীর ভাবনা ও মতামত। অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের কৌশল বিষয়ক (পৃ ১০৯) ছক
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	নির্দেশনা মেনে চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে / যা পছন্দ নয় তা স্পষ্টভাবে বলছে/ কোনও কিছু মনের/মতের বিরুদ্ধে হলে প্রকাশ করছে।	উত্তেজিত বা বিরত অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার থেকে বিরত থাকছে/ কোনো ব্যাপারে নিজের ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করছে/ প্রয়োজনে 'না' বলছে।	যা পছন্দ নয় তা স্পষ্টভাবে বলা/ আমি শব্দ ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে/ কোনো ব্যাপারে নিজের ভিন্ন অনুভূতি ও ভিন্ন মতামত প্রকাশ করছে	<ul style="list-style-type: none"> বইয়ের মূল্যায়ন ছক ছক ১: 'আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ' ছকের মূল্যায়ন ছক ২: 'আমার দলের ভূমিকাভিনয়' ছকের মূল্যায়ন ছক ২: 'অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা' র পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত ডায়েরিতে তার রেকর্ড
৬.৫.২ অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	শিক্ষক সহায়িকার পৃ ১৩৫ (সেশন ৪) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সীমানা বিষয়ে শিক্ষার্থীর ভাবনা ও মতামত, নিরাপদ ও অনিরাপদ স্পর্শের ধারণা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা'র রেকর্ড
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে	পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে	পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন	

	<p>নিজের অন্যের অস্বস্তি বুঝতে পারে ও যোগাযোগের সময় খেয়াল করছে/ নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত সীমানা লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে সহযোগিতা চাইছে।</p>	<p>দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে কারও কোনও বিষয়ে কিছু বলতে বা করতে অনেকাংশে অনুমতি নিচ্ছে ও অনুমতি না পেলে তা করা থেকে বিরত থাকছে / অযাচিত কোনও আচরণের ক্ষেত্রে অনেকাংশে 'না' করতে পারে ও প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইছে।</p>	<p>ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের অস্বস্তি হতে পারে এমন কাজ বা আচরণ থেকে বিরত থাকছে। নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত সীমানা লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহযোগিতা চাইছে।</p>	
--	---	---	---	--

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬.৬ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : সম্পর্কের যত্নে খুঁজে পাই রত্ন		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৬.১ পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	<ul style="list-style-type: none"> পাঠ্য পুস্তকের পৃ ১২৩ ও পৃ ১২৪ ছক ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা'র রেকর্ড
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের মধ্যে যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে নির্দেশিত উপায়ে তার যত্ন করছে।	পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক আছে অনেকাংশে তার যত্ন করতে পারছে।	পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক পরিচর্যা করছে।	
৬.৬. পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে পারছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো তুলে ধরতে পারছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় সহায়তা চাইতে পারছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	শিক্ষক সহায়কার পৃ ১৬৬ ও ১৬৮ (সেশন ১০ ও ১১) স্ক্রিপ্ট লেখা, ভূমিকাভিনয় ভূমিকাভিনয়ের উপর প্রতিবেদন (পাঠ্য পুস্তক পৃ ১৩২-১৩৩)
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	নির্দেশিত উপায়ে সম্পর্কের ঝুঁকি বুঝতে পারছে এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কারও কাছে ঝুঁকির কথা তুলে ধরতে পারছে।	যে কোনো সম্পর্কের ঝুঁকি তৈরি হলে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কারও সহযোগিতা চাইতে পারছে।	যে কোনো সম্পর্কের ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় নিজে উদ্যোগ নিচ্ছে ও প্রয়োজনে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কারও সহযোগিতা চাইতে পারছে।	

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
	□	○	△
৬.১.১ নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে (প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে চর্চা করছে)
৬.১.২ নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাসচর্চা করছে	রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস মেনে চলার উদ্যোগ আছে	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অভ্যাস চর্চা করছে
৬.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করছে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে।	নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করছে।
৬.২.২ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ আছে এবং সহায়তা চাইছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে করছে।	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করছে।
৬.৩.১ অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অনিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের প্রকাশ করছে।
৬.৪.১ নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ	নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও

সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নেয়া নিজের সিদ্ধান্তের কারন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।	প্রভাবিত না হয়ে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে।	পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
৬.৫.১ নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।	□ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করছে।	○ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশ করছে।	△ দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।
৬.৫.২ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	□ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	○ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	△ দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।
৬.৬.১ পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে।	□ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	○ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	△ দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।
৬.৬.২ পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে পারছে।	□ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো তুলে ধরতে পারছে।	○ নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় সহায়তা চাইতে পারছে।	△ দৈনন্দিন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ